স্যম্‌বেন উসমান এর *অভিশাপ*

মূল : *স্বালা*

ভাষান্তর : উজ্জ্বল ভট্টাচার্য ও
কাজল বন্দোপাধ্যায়

ভৌগোলিক ও জাতীয় সীমানা পেরিয়ে আফ্রিকী সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ঔপনিবেশিকতার বলয়ে অভিজাত শ্রেণীর উত্থান ও তার সাথে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও চেতনার দ্বন্দ্বকে যিনি সিনেমার পর্দায় চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করেছেন তিনি স্যাম্‌বেন উসমান (১৯২৩-২০০৭), সেনেগালের কিংবদন্তী সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক।

সারাজীবনে লিখেছেন পাঁচটি উপন্যাস, পাঁচটি ছোটগল্প সমগ্র, পরিচালনা করেছেন অসংখ্য চলচ্চিত্র, শর্টফিল্ম ও ডকুমেন্টারি। তিনি সেনেগাল তথা পুরো আফ্রিকার চলচ্চিত্রকে শূন্য থেকে শুরু করে বিশ্বমানে তুলে এনেছেন। তাই তাকে আফ্রিকার চলচ্চিত্রের জনক বলার মধ্যে আতিশয্যের কিছু নেই।

শুধু সেনেগাল নয়, পুরো আফ্রিকা মহাদেশের অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী লেখক। জেলে পরিবারে জন্ম এবং শৈশব কেটেছে নানীর আদর, স্নেহ ও তত্ত্বাবধানে। যার ফলে তাঁর লেখায় নারীর প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। ওলোফ ছাড়াও ফরাসী ও আরবী ভাষায় ছিলেন পারদর্শী। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে কায়িক পরিশ্রম করেছেন নানান কর্মক্ষেত্রে। ফরাসী সামরিক বাহিনীর সাথে কাজ করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। ডকে কুলির কাজ করেছেন; ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত থেকেছেন; করেছেন কমিউনিস্ট পার্টি। ভিয়েতনামে ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরোধীতা করেছেন। হারলেম রেনেসাঁ ও মার্কসবাদী চেতনার স্বাদ নিয়েছেন প্রাণ ভরে।

উসমান খুব কাছ থেকে দেখেছেন ঔপনিবেশিকতার স্টীম রোলার কিভাবে মানুষের স্বাধীনতার চেতনাকে নস্যাৎ করার অপকৌশল চর্চা করে। একটা জাতির অস্তিত্ব নির্ধারিত হয় তার জাতীয়তাবোধ, সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র্য পরিচয় বোধ সম্পর্কে সক্রিয় সচেতনতার মাধ্যমে। উসমান দেখেছেন, কিভাবে ঔপনিবেশিকরা সভ্যতা শেখানোর বুলি আউড়ে বর্বরতার লেবেল এঁটে দেয় বিভিন্ন জাতির ওপর এবং সুচতুরভাবে সেই জাতির আত্মপরিচয়ের বিকৃত রূপ বিনির্মান করে উপস্থাপনা করে অসত্যের বয়ান। এ কারণে ওসমান তাঁর প্রথম দিককার লেখায় অংকন করেছেন ঔপনিবেশিকতার উলঙ্গ চিত্র; খুলে ফেলেছেন ভন্ডামীর মুখোশ।

পরবর্তীতে উসমান আবিষ্কার করেছেন, কিভাবে স্থানীয় পুঁজিবাদী অভিজাত শ্রেণীর যা ঔপনিবেশিকদের বিদ্যা-বুদ্ধি রপ্ত করে একটি প্রতি-বয়ান নির্মান না করে বরং তাদেরই প্রতিরূপ ধারন করে দাসত্বের শৃংখলকে আরও মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী করে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে

নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের হীন স্বার্থে বেছে নেয় তাদের অপকৌশল হিসেবে। এভাবে এরা ঔপনিবেশিকদের বংশধরে পরিণত হয়। আর তখনই জাতি হতাশ হয়; ঔপনিবেশিকতার শৃংখল থেকে স্বাধীন হওয়ার আনন্দ বিষাদে হয় পর্যবসিত।

স্যমবেন উসমানের লেখনী যেমন ক্ষুরধার, তাঁর চলচ্চিত্রও তেমনি শানানো বক্তব্য নির্ভর। বাংলাদেশের বোদ্ধা সিনেমা দর্শকদের অনেকেই তাঁর চলচ্চিত্রের সাথে পরিচিত। উসমান বিশ্বাস করতেন, চলচ্চিত্রকার হিসেবে তাঁর দায়িত্ব হলো রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়া এবং ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর মধ্যকার যে অকল্যাণ ও অমঙ্গলগুলো মানুষের স্বপ্ন ও চেতনাকে নস্যাৎ করে দিতে সক্রিয় থাকে তার দিকে সচেতন দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। শুধু তাই নয়, এসবের বিরুদ্ধে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

লেখা ও চলচ্চিত্র নির্মাণ-উভয় কাজেই উসমান সব্যসাচী। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, আফ্রিকা হলো তাঁর কাজের পাঠক ও দর্শক, আর পাশ্চাত্য ও বাকি বিশ্ব তাঁর বাজার। তাই তাঁর কর্মে-সেটি তাঁর উপন্যাসই হোক বা চলচ্চিত্র-উভয় ক্ষেত্রেই সেনেগাল তথা আফ্রিকার মাটি, মানুষ, ভাবনা, সংস্কৃতি ও চেতনার সমুজ্জ্বোল প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া পশ্চিমা সংস্কৃতি ও বয়ানের জন্য অভিশাপ তা-ও তিনি দেখাতে ভুলেননি-তা তার উপন্যাসই হোক বা চলচ্চিত্রই হোক। দু'টি ভিন্ন সংস্কৃতির সন্ধি উভয়কেই সমৃদ্ধ করে কিন্তু এদের একটি যখন অপরটিকে উৎখাতের হীন রাজনীতিতে লিপ্ত হয় তখন তা অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশ বা জাতির জন্য অভিশাপে পরিণত হয়। এই অভিশাপ ধ্বংস করতে চায় একটি জাতির স্বকীয়তাকে, নষ্ট করতে চায় এর স্বতন্ত্র ভাবনা ও চেতনার সব উর্বরতাকে।

স্যমবেন উসমান বাংলাদেশের পাঠক মহলেও পরিচিতি পেয়েছেন তাঁর *স্বালা* উপন্যাসটির ভাষান্তর রূপ *অভিশাপ* এর মধ্য দিয়ে। এটি অনুবাদ করেছেন উজ্জ্বল ভট্টাচার্য ও কাজল বন্দোপাধ্যায়। অনুবাদের প্রাণোজ্জলতা পাঠককে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জমিয়ে রাখে। এ কাজে অনুবাদকদ্বয় তাঁদের যথার্থ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া বইটির শুরুতে উসমানের সমাজ চেতনা, মননশীলতা, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজ বিশ্লেষণের দক্ষতার ওপর তিনটি ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রবন্ধের বাংলা তর্জমার সংযোজন উপন্যাসটির অর্থ অনুধাবনে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপন্যাস পাঠে জানা যায়, হাজি আব্দু কাদের বেয়ি এক সময় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন করার অপরাধে চাকুরি হারিয়ে জড়িয়ে পড়েন ব্যবসায়। ঔপনিবেশিক শাসনামলের পট-পরিবর্তনের ধারায় তাঁরও ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় নানান ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের দরুন। ফুলে ফেঁপে ধনী হয়ে স্থানীয় চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের

সদস্যপদ লাভ করা পর্যন্ত তার যে পথচলা তার মধ্যে যতটা ছিল সততা তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল শটতা। কথায় কথায় ধার্মিকতার জাহির করলেও কাজে-কর্মে তার চর্চার কোন বালাই নেই। প্রাচুর্যকে করায়ত্ত করাই তার জীবনের প্রধান কর্ম। স্বার্থরক্ষার ক্রিয়া সম্পাদনে তিনি দ্বৈত সত্ত্বার সফল প্রয়োগকারী– একটি সমাজতান্ত্রিক আফ্রিকি শিক্ষা, অপরটি ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভাবধারা। উভয়ের সমন্বয় তাঁকে পাঁতি বুর্জোয়া শ্রেণিতে উন্নীত করেছে। সামাজিক মর্যাদায় অনেক উপরে সে। আর আফ্রিকীয় পরম্পরায় নিজেকে সম্ভ্রান্তের মর্যাদায় মন্ডিত করতে বেয়ি তৃতীয় বিবাহ করেন। তাঁর বিয়ের আয়োজনে আফ্রিকী প্রথার সাথে যুক্ত হয় ইউরোপীয় জৌলুস ও প্রাচুর্য। এ যেন সেনেগাল তথা পুরো আফ্রিকার স্বাধীনতা-উত্তর লোভী বুর্জোয়া শ্রেণির ছবি, যারা ঔপনিবেশিকদের কাছ থেকে ধার করা মুখোশ বা খোলস পড়ে নৈতিকতা বা জাতীয়তা বোধের প্রতি সামান্যতমও শ্রদ্ধাশীলতা প্রদর্শন না করে শুধু কপটতা ও ভণ্ডামীকে ধনার্জনের সিঁড়ি হিসেবে বেছে নেয়। এরা পুঁজিবাদের বরপুত্রে পরিণত হয় এবং অর্থ সম্পদের বলে রাষ্ট্রযন্ত্রের কলকাঠিও নাড়ে প্রত্যক্ষভাবে।

উপন্যাসের শুরুতেই লেখক ডাকারের চেম্বারস ও কমার্সের সভার একটি দৃশ্য অঙ্কন করেছেন। আল হাজি আব্দু বেয়ি যার সদস্য। এটি স্বাধীনতা-উত্তর সেনেগালের শাসক শ্রেণিরই উপস্থাপনা যার মধ্য দিয়ে আমরা দেখি যে, ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে ফরাসী উপনিবেশিকদের সরানো হলেও তাদের দোসর স্থানীয় অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী আল হাজি আব্দু বেয়ি'রা এখন ক্ষমতায়। শুধু মুখোশ পাল্টেছে, মুখটা একই রয়ে গেছে। এটি সেনেগালের স্বাধীনতা উত্তর নেতৃত্বের বন্ধ্যাত্বেরই প্রতিচ্ছবি।

সেনেগালের এই স্বাধীনতা উত্তর বন্ধ্যাত্বকেই উসমান আল হাজি আব্দু বেয়ির যৌন জীবনের অক্ষমতার মধ্য দিয়ে প্রতিকি অর্থে উপস্থাপন করেছেন তার অমর উপন্যাস *অভিশাপ* এ। বেয়ি অর্থ-বিত্তে অভিজাত শ্রেণির প্রতিভূ। কিন্তু তার বিত্ত বিকাশের

ইতিবৃত্ত প্রতারণা ও কপটতার স্বাক্ষ্য বহন করে। পুঁজিবাদী আকাঙ্ক্ষা পুরনের নীতিহীন তীর্থযাত্রা তাঁকে মনোবৈকল্যের দিকে নিয়ে যায়। আর এই মনোবৈকল্যের মধ্যে এক বিষম রোগ বাসা বাঁধে। তিনি তাঁর নববিবাহিত তৃতীয় স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে পারছিলেন না। এই পৌরুষহীনতাই তাঁর কাছে *অভিশাপ*। প্রতিকী অর্থে পৌরুষহীনতা হলো

নেতৃত্বহীনতা। বেয়ির তৃতীয় স্ত্রীর মধ্য দিয়ে যদি আমরা স্বাধীনতা-উত্তর সেনেগালকে কল্পনা করি তবে তার অসন্তুষ্টি স্থানীয় নেতৃত্বের ব্যর্থতাকেই নির্দেশ করে।

এটি সুস্পষ্ট যে, স্যমবেন উসমান একজন মার্কসবাদী লেখক। তাই তাঁর *অভিশাপ*

উপন্যাসটিকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যায়, তিনি পুঁজিবাদের কপটচর্চাকে হাজির চরিত্র চিত্রনের মধ্য দিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন। হাজি বেয়ির

পৌরুষহীনতা লাঘবের আশায় এক ভিক্ষুকের শরণাপন্ন হওয়ার মধ্যে দিয়ে লেখক বিত্তবান ও বিত্তহীনদের পুঁজিবাদী পরিকাঠামোর মধ্যে অসম সম্পর্কের চিত্র এঁকেছেন। এই ভিক্ষুক সেই লোক যাকে হাজি নিঃস্ব করে তাঁর প্রাথমিক সম্পদ অর্জন করেছিলেন।

উপন্যাসের শেষের দিকে যখন হাজির হৃত পৌরুষ পুনরুদ্ধারের চিকিৎসার অংশ হিসেবে এই ভিক্ষুক তার দলবল নিয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়, তখন হাজি অসহায়। চিকিৎসার অংশ হিসেবে ভিক্ষুক ও তার সাথে আসা দল বল তাকে ধীরে ধীরে নগ্ন করে। তারপর তাঁর দিকে ছুড়তে থাকে থু থু। এ যেন প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে ঘৃণা প্রকাশের চরম ও পরম জয়োল্লাস। এ যেন বিত্তহীনদের বহুদিনের জমে থাকা রাগ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের সুযোগ লাভের আনন্দ। আজকে আর সহ্য করার নয়। আজকে আঘাত সহ্য করার সময় নয়, আজকে প্রতিঘাত করার সময়। তাই বেয়ির মেয়ে রামার থাপ্পরের প্রতিবাদে থাপ্পর মারার সময় আজই ঃ "চড় খাওয়া মেয়েটা একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে রামার গালে চড় বসিয়ে দিল" (পৃ. ১৫৯)। বেয়ির বাড়ির ারপাশ বেষ্টন করে পুলিশ বন্ধুক তাক করে আছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল অ্যাপারেটাসকে বেয়িরাই তো নিয়ন্ত্রণ করে। এঁরা তো পুঁজির অধিকারী। কিন্তু পুঁজিহীন মানুষগুলো কতটা ক্ষোভ আর ঘৃণার আধার জমিয়ে রাখে কপট ও নৈতিকতা বিবর্জিত শোষক পুঁজিবাদীদের প্রতি তা এই চিকিৎসক রূপী ভিক্ষুকদের বেয়িকে লক্ষ্য করে সজোরে থু থু নিক্ষেপ করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

অভিশাপ এভাবেই স্বাধীনতা উত্তর সেনেগালের একটি বৈপরীত্যের ছবি আঁকে- এই

বৈপরীত্য শাসক ও শাসিতের মধ্যে, বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে, ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনদের মধ্যে, মুখ ও মুখোশের মধ্যে, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে, ব্যক্তির ভেতর ও বাইরের মধ্যে, স্বাধীনতার অর্থ ও বাস্তবতার মধ্যে। এই বৈপরীত্যই অভিশাপ ব্যক্তি, সমাজ, জাতি তথা গোটা বিশ্বের জন্য।

লেখক : এলহাম হোসেন
গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়